ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৪৫৮

আগরতলা,২৫ আগস্ট,২০২৬

প্যারাকুয়েট বিষক্রিয়ায় অসুস্থ রোগীকে বাঁচাতে রাজ্যে সর্ব প্রথম ‘একমো’ চিকিৎসায় জিবিপি হাসপাতালের চিকিৎসকদের অভাবনীয় পদক্ষেপ

রাজ্যে প্রথমবারের মতো গত ২৪ আগস্ট গুরুতর ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত এক রোগীর এক্সট্রাকর্পোরিয়াল মেমব্রেন অক্সিজেনেশন ‘একমো’ চিকিৎসা আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিওভাসকুলার ডিপার্টমেন্টে সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

রাজ্যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রয়োগ করা হলো আধুনিক প্রযুক্তির এক্সট্রাকর্পোরিয়াল মেমব্রেন অক্সিজেনেশন ‘একমো’ চিকিৎসা পদ্ধতি। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালে বিষক্রিয়ায় মারাত্মকভাবে অসুস্থ ২৫ বছর বয়সী এক তরুণী রোগীর জীবন বাঁচাতে গতকাল এই বিরল ও জটিল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কার্ডিওথোরাসিক অ্যান্ড ভাস্কুলার সার্জারি (সিটিভিএস) ডিপার্টমেন্টের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের নেতৃত্বে একটি মেডিক্যাল টিম। জানা গেছে, উক্ত তরুণী ‘প্যারাকুয়েট’ নামক অত্যন্ত ক্ষতিকর আগাছানাশক বিষ পান করেছিলেন। এই বিষটি শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ, বিশেষ করে ফুসফুস ও কিডনি ধীরে ধীরে অকেজো করে দেয়। বিষক্রিয়ার ফলে তরুণীর ফুসফুসে অক্সিজেনের মাত্রা মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছিল (প্রায় ৩০-৪০% এ নেমে যায়) এবং ফুসফুসের অবস্থা অনেকটা কোভিড-আক্রান্ত জটিল রোগীদের মতো হয়ে পড়ে। মেডিসিন ওয়ার্ড থেকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রোগীকে সিটিভিএস ডিপার্টমেন্টে স্থানান্তরিত করা হয়। ভেন্টিলেটরে দিয়েও ফুসফুসের কার্যক্ষমতা রক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠলে চিকিৎসকরা গতকাল রাতে দ্রুত তরুণীকে ‘একমো’ মেশিনের সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে রক্ত শোধন ও অক্সিজেন সংযোগের ব্যবস্থা করেন। এই পদ্ধতিতে কৃত্রিম উপায়ে রক্তে অক্সিজেন সরবরাহ ও কার্বন ডাই অক্সাইড দূর করা হচ্ছে, যাতে আক্রান্ত ফুসফুসটি পূর্ণ বিশ্রামে থেকে সুস্থ হওয়ার সময় পায়। তখন সিটিভিএস টিমের চিকিৎসকরা রাত জেগে রোগীর সার্বক্ষণিক নজরদারি (মনিটরিং) চালিয়ে যান। চিকিৎসকদের মতে, ‘একমো’-এর সহায়তায় ফুসফুস স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। তবে বর্তমানে তরুণীর কিডনি অকেজো। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, প্রিন্সিপাল এবং নেফ্রোলজি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যৌথ সমন্বয়ে দ্রুত ডায়ালাইসিসের ব্যবস্থা করার চেষ্টা চলছে। চিকিৎসকদের বক্তব্য অনুযায়ী, ‘প্যারাকুয়েট’ বিষক্রিয়া অত্যন্ত মারাত্মক এবং এতে বেঁচে ফেরার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ থাকে। তবে ‘একমো’-এর সহায়তার মাধ্যমে যদি কিছু সময় পাওয়া যায় এবং কিডনির চিকিৎসা সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়, তবে ত্রিপুরার ইতিহাসে এটিই প্রথম ‘একমো’ চিকিৎসার মাধ্যমে আশঙ্কাজনক কোনও রোগীকে পুনর্জীবন দেওয়ার সফল দৃষ্টান্ত হতে পারে।

আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ অ্যান্ড জিবিপি হাসপাতালের কার্ডিওথোরাসিক অ্যান্ড ভাস্কুলার সার্জারি (সিটিভিএস) ডিপার্টমেন্টের সার্জন ডাঃ কনকনারায়ণ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এই টিমে ছিলেন ডাঃ রিমঝিম চাকমা, পারফিউশনিস্ট সুজন সাহু এবং সৌরভ ত্রিপুরা, কার্ডিয়াক ওটি টেকনোলজিস্ট রতন মন্ডল, সুদীপ্ত মন্ডল, মিনহাজ উদ্দিন, অভিজিৎ দাস, অর্পিতা সরকার, মৌসুমি দেবনাথ, সৌরভ শীল, আন্না বাহাদুর জমাতিয়া, তন্ময় ঘোষ, সাগর দেবনাথ ও অঙ্কিতা চক্রবর্তী প্রমুখ। উল্লেখ্য, এই চিকিৎসাটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হয়েছে। কোনও বেসরকারি হাসপাতালে এই ধরনের ইসিএমও চিকিৎসা করতে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা বা তারও বেশি খরচ হতে পারে। স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

*****